Vol. 28 | No. 2 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন বাঙলা ভাষায় ক্রিয়ার রূপ সমাপিকা অসমাপিকা

Volume	28
Issue	2
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	February 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i2.5
Pages	124-139
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রাচীন বাঙলা ভাষায় ক্রিয়ার রূপ
সমাপিকা অসমাপিকা

মনোয়ারা হোসেন

বাঙলা ক্রিয়াপদের প্রধান দুটি রূপ হচ্ছে সমাপিকা এবং অসমাপিকা। আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রাচীন বাঙলা ভাষায় ক্রিয়ার এই দুটি রূপের পর্যালোচনা। প্রাচীন বাঙলা ভাষার নির্দশন 'চর্যাপদ'-এর সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আলোচনার মাধ্যমে এ দুটির স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ সিদ্ধাচার্য 'লুইপাদ'-এর নিম্নোক্ত চর্যাটি বিবেচনা করা যাক :

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরি অই ॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক কপাটের আস।
সুণুপাখ ভিতি লেহু রে পাস ॥
ভণই লুই আম্হে ঝানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা ॥

(১ নং চর্যা)

উপর্যুক্ত পদটিতে মোট ১২ টি ক্রিয়া আছে—পইঠো, করিঅ, ভণই, পুচ্ছিঅ, জাণ, করিঅই, মরিঅই, এড়িএউ, লেউ, ভণই, দিঠা, বইঠা। এই ১২ টি ক্রিয়ার মধ্যে অসমাপিকা মাত্র দুটি—'পুচ্ছিঅ' এবং 'করিঅ'। সুতরাং এই চর্যায় সমাপিকা ক্রিয়ার হার প্রায় ৮৩% এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার

হার প্রায় ১৭% ; এভাবে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকটি সিদ্ধাচার্যের পদে ক্রিয়ার সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়। এর ভিত্তিতে সমগ্র চর্যাপদে ক্রিয়ার সংখ্যা এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার হার নির্ণয় করা সম্ভব। নীচে প্রত্যেকটি চর্যাকারের পদে ক্রিয়ার এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা তুলে ধরা হলো—

চর্যাকারের নাম ও চর্যার নং	ক্রিয়াপদের সংখ্যা	সমাপিকা সংখ্যা	অসমাপিকার সংখ্যা
লুইপাদ / ১,২৯ ;	২৬	২৩	৩
কাহ্ন পাদানাম / ৭, ৯,১০,১১,১২, ১৩,১৮,১৯,৩৬, ৪০,৪২,৪৫ ;	১৩০	৯৬	৩৪
ভুসুকু পাদানাম / ৬, ৩০, ৪১, ৪৯, ২১, ২৩, ২৭, ৪৭ ;	৯৩	৭৭	১৬
বীণাপাদানাম / ১৭ ;	১২	১০	২
শবর পাদানাম / ২৮, ৫০ ;	৩৯	৩৪	৫
আর্য্যদেব / ৩১ ;	১৪	৯	৫
ঢেণ্ঢণ পাদানাম / ৩৩ ;	৮	৭	১
দারিকপাদানাম / ৩৪ ;	৬	৫	১
সরহ পাদানাম / ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ ;	৪৩	৩৪	৯

কুক্কুরী পাদানাম / ২, ২০ ;	২৮	১৯	৯
বিরুবা পাদানাম / ৩ ;	১৩	৭	৬
গুণ্ডরী পাদানাম / ৪ ;	১৪	১০	৪
চাটিল্ল পাদানাম / ৫ ;	১১	১০	১
কম্বলাম্বর পাদানাম / ৮ ;	১৩	৮	৫
ডোম্বী পাদানাম / ১৪ ;	১৮	১৫	৩
শান্তি পাদানাম / ১৫, ২৬ ;	৩০	২১	৯
মহীধর পাদানাম / ১৬ ;	১৮	১১	৭
ভাদে পাদানাম / ৩৫ ;	১৩	৯	৪
তাড়ক পাদানাম / ৩৭ ;	১১	১০	১
কঙ্কণ পাদানাম / ৪৪ ;	১৩	১০	৩
জয়নন্দী / ৪৬ ;	১১	১০	১
ধাম পাদানাম / ৪৭ ;	১৫	১১	৪

উপর্যুক্ত তালিকার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মোট ২২ জন চর্যাকারের ৪৭ টি (৪৬ই টি) চর্যার ক্রিয়ার সংখ্যা প্রায় ৫৭৯ ; এর মধ্যে

সমাপিকা ৪৪৬ টি এবং অসমাপিকা ১৩৩ টি ; সুতরাং সমগ্র চর্যাপদে সমাপিকা ক্রিয়ার হার আনুমানিক ৭৭ই% ও অসমাপিকা ক্রিয়ার হার আনুমানিক ২২ই% ; উল্লেখ্য যে একটি চর্যায় অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, পদটি হচ্ছে ১৮ নং পদ ; রচয়িতা কাহ্ন–পাদানাম বা কৃষ্ণবজ্র পাদানান্।

প্রাচীন বাংলা ভাষার সংগঠন সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি বলে ক্রিয়া নির্ধারণে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রসঙ্গতঃ ১ নং চর্যার উল্লেখ করা যায়। এই পদটিতে একটি বাক্য আছে, যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুসারে নিম্নরূপ :

সুনুপাখ ভিতি লেহু রে পাস।।

কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাক্যটি----'

সুনুপাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।

উদ্ধৃত বাক্য দুটিতে ক্রিয়ানির্ধারণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে "ভিতি" ও "ভিড়ি" শব্দ দুটি। প্রথম বাক্যটিতে ক্রিয়ার সংখ্যা দুটি— "ভিড়ি" এবং "লাহু"। অর্থাৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠে 'ভিতি' ক্রিয়া নয় কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পাঠে "ভিড়ি" হচ্ছে ক্রিয়াপদ। এভাবে ৩০ নং চর্যার 'ভাইলা' এবং ৭ নং চর্যার 'হেরি' পদ দুটির উল্লেখ করা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুসারে "ভাইলা" হচ্ছে 'ভাল পথ' অর্থাৎ এটি ক্রিয়া নয় কিন্তু "হেরি" ক্রিয়াপদ যার অর্থ "দেখিতেছি"। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুসারে 'ভাইলা'র অর্থ 'ভাবিলে' অর্থাৎ 'ক্রিয়াপদ' ; এবং 'হেরি' পদটি 'সম্বোধন সূচক' পদ বলে উল্লেখিত। ৩০ নং চর্যার 'ভাইলা' এবং ১ নং চর্যার 'ভিতি' পদ দুটি বর্জন করেছি কিন্তু 'হেরি' পদটিকে গ্রহণ করেছি। ২৯ নং চর্যার 'জানী' এবং ২৮ নং চর্যার "পইসন্তে" পদ দুটির মাধ্যমে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ৪৭ নং চর্যার 'জানী' অথবা ২৩ নং চর্যার "পইসন্তে"র মাধ্যমে বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। আমি প্রথম দুটি পদ-কে সমাপিকা হিসাবে এবং শেষের দুটি পদকে 'অসমাপিকা' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আমি মোটামুটিভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ অনুসরণ করেছি। বাংলার অসমাপিকা এবং সমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণের জন্য চর্যাপদে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পুরুষ ভেদে এবং বিভিন্ন রূপের ভিত্তিতে দেওয়া হল। এই

তালিকা থেকে প্রাচীন বাঙলা ভাষায় ক্রিয়াপদ (স / অ) ব্যবহারের বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

অ

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ : অচ্ছ (৩৭) ; কর (২৮, ৪১) ; ঘুণ্ড (৩৯) ; ছাড় (৫০) ; জাণ (১) ; জান (৪৪) ; দম (৬) ; ধর (৬) ; পেখ (৮) ; ফাল (৪) ; বাস (৩৭) ; বাহ (১৪) ; বিন্ধ (৬) ; বিহান (৪৪) ; বুঝ (৩২) ; ভণ (৪০,৪২) ; ভোল (৩৭) ; মার (২১) ; মেল (৩৮) ; সান্ধ (৩) ; সুন (২, ৬) ;

প্রথম পুরুষ : গেল (২,৪৭) ; দিল (৩৫) ; দেল (৩) ; নিল (২,২) ; পইঠ (১১,১৬) ; বিটাল (৪০) ; বুধ (২৭) ;

অসমাপিকা

বোল (৪০) ; ছেব (৪৫) ;

অ অ

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ : উইজঅ (৪৫) ; চাহঅ (৮) ; ছিজঅ (৪৫) ; পারঅ (৮) ; বাহঅ (১৩) ;

প্রথম পুরুষ : করঅ (২১) ; খনঅ (২১) ; চরঅ (২১) ; ছাড়অ (৬, ১৯) ; জাগঅ (২) ; জুঝঅ (৩৩) ; টানঅ (৩৮) ; তুটঅ (২১, ২১) ; দিশঅ (৯) ; দীসঅ (১০, ৬,১৫) ; নাচঅ (১০) ; পড়অ (৬) ; পতিভাসঅ (৩১); পারঅ (৮) ; ফিটঅ (২১) ; বরিসঅ (৯) ; বাজঅ (৩১) ; বান্ধঅ (৩) ; বাহঅ (৩৬) ; বিকণঅ (১০); বিন্দারঅ (২১) ; বিলসঅ (৯) ; বুঝঅ (৩৩) ; বোলঅ (৬); ভণঅ (২১) ; মাগঅ (২) ; রিসঅ (৯) ; সান্ধঅ (২৭) ;

অসমাপিকা　　×

অই

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ :　　চেবই (১৪) ;

প্রথম পুরুষ :　　আবই (৪২, ৪৩) ; উএসই (৪০) ; করই (৪১,৪১) ; কান্দই (৫০) ; খেলই (৪১) ; গঢ়ই (৫) ; গাজই(১৬) ; ঘুমই (৩৬) ; ঘোলই (১৬) ; চেবই (৩৪, ৩৬, ৫০) ; চিছ্জই (৪৬) ; চচ্ছুপই (৬) ; ছেবই (৪৫) ; জাণই (৪৫) ; তরই (৫) ; তিমই (৪৬) ; তুটই (৪১,৪৬); তুট্টই (১৭) ; দাঢ়ই (৪৬, ৪৭) ; দিসই (৩৯) ; দীসই (১৫) ; দেখই (৪২) ; ধাবই (১৬) ; পইসই (৬, ৭, ১৪, ২৬, ৩১, ৪৭) ; পিবই (৬) ; পেখই(৪২); ফরই (৪২) ; ফেটই (৩০) ; বসই (২৮) ; বইই (১৪, ২৭) ; বাজই (১১, ১৭) ; বাঝই (৪৬) ; বাঢ়ই (৪৫) ; বিকসই (৪০) ; বিলসই (১৭, ২৯, ৩৪, ৩৪, ৪২) ; বিহরই (১১) ; বুঝই (২০, ২৭, ৩৭) ; বুড়ই (১৪, ১৪) ; বোলই (১৮) ; ভণই (১, ১, ৪, ৬, ৭, ৭, ৯, ১২, ২৬, ২৬, ২৭, ২৯, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭) ; ভাজই (১৬) ; ভুঞ্জই (৩৪); মাণই (৪৫) ; মেলই (৪০) ; মোহই (৪১) ; বাজই (৪২) ; সিঝই (১৫) ; সোষই (৪৪); হই (৪৫) ; হিন্ডই (২৮) ;

অসমাপিকা　　গই (২, ৭, ১৬, ৩১, ৪৯) ; লই (৩৬, ৩৮,৪৭,৪৭) ;

ওউ

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ :　　ফীটউ (১২) ;

প্রথম পুরুষ :　　করউ (২২) ; গউ (২৭) ;

অসমাপিকা ভেবউ (৪৫) ;

অন

সমাপিকা

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : ধরণ (২) ; করণ (২০) ;

আ

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : গেলা (৩৬) ; দিঠা (১, ১৬) ; গঠা (৪৯) ; বইঠা (১) ; সংঘারা (২০) ;
মধ্যম পুরুষ : কোঞ্চা (৪) ;
প্রথম পুরুষ : গেলা (১৫, ৩৬) ; চারা (২১) ; জিতা (১২) ; গঠা (৩৫) ; নিরেবণা (৫০) ; পইঠা (১৬, ৩১, ৩৫, ৪৪) ; পরিনিবিতা (১২) ; বিনঠা (৪৪) ; ভেলা (২৩, ৫০) ; লধা (৩৪) ;

অসমাপিকা

পসারা (৩)

আঅ

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ : উজাঅ (৩৮) ; সমাঅ (৩৮) ;
প্রথম পুরুষ : খাঅ (২, ১০) ; জাঅ (২, ৪, ১৯, ৩৩, ৪০, ৪৩) ; পোহাঅ (১৯) ; ভাঅ (২); ষামাঅ (৩৩) ;

অসমাপিকা ×

আই

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : খাই (২৮, ৪১) ; গাই (১৮) ; জাই (১, ২, ১৪, ১৫, ২০, ২৯, ৩৮, ৪২, ৪৩) ; পড়িহাই (৪১) ; পতিআই (২৯) ; পোহাই (২৮) ;

অসমাপিকা

পমাই (৪২) ;

ই

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ

দিবি (২৯) ; নখলি (২০) ; ছাড়ি (১০) ; বুঝি (২৩) ;
হেরি (৭, ৫০);

প্রথম পুরুষ :

গেলি (৩৭) ; ছাড়ি (১০); জানি (১৪) ; জানী(২৯, ৩৭) ;
দেখি (১৬); বখানী (২৯) ;

অসমাপিকা

অহারী (৩৬) ; আবেশী (৩৩) ; উএখী (১৬) ; উঠি (২১) ; উপাড়ী (৮,৫০) ; করি (৩, ৩, ১৩, ৩৬, ৩৮) ; খালি (৪) ; ঘিনি (৬); চড়ি (১০) ; চাপী (৪); চাহি (২০) ; চুম্বী (১৬) ; চছাড়ী (৬, ১৫) ; ছাড়ি (৩২) ; জানী (৪৭) ; টলি (৩১) ; টুটি (৩৭) ; তোলি (৫০) ; থাকি (৪৪) ; দেখি (৭, ৪১, ৪২) ; দুহি (২৬) ; ধুনি (২৬, ২৬, ২৬, ২৬, ২৬, ২৬) ; পইসি (৯) ; পরিমাণী (৪৫) ; পসারি (২৩) ; পহারী (৩৬) ; পিহাড়ি (১২) ; পুচ্ছি (৮) ; পাড়ী (৪৯) ; বলি (৪৬, ৪৬) ; বান্ধী (১৪) ; ভণি (২৯) ; মিলি (৮,৮) ; মেলি (৬, ৩৮, ৩৮) ; রচি (২২, ২২) ; লাগি (১৬) ; সান্ধি (১৪) ; সুণি (১৬) ; হেরী (১৩) ;

ইঅ

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : বাহিঅ (১৮) ; বুঝিঅ (২৭) ;

মধ্যম পুরুষ : কোরিঅ (৫) ; জোড়িঅ (৫) ; ফাড়িডঅ (৫) ;

প্রথম পুরুষ : কিঅ (১৩) ; ঘোরিঅ (৩৬) ; ভণিঅ (৪৭); কহিঅ (৪৩);
ভইঅ (৪৭) ; সংবোহিঅ (৪০) ;

অসমাপিকা

করিঅ (১) ; কিঅ (১৩, ১৯) ; চালিঅ (২৭) ; ছাড়িঅ (৩১) ; তোড়িঅ (১৬) ; দহিঅ (৪৯) ; ধরিঅ (১১) ; নাশিঅ (৩৯) ; পুচ্ছিঅ (১) ; বুজ-ঝিঅ (৩০) ; বুজিঅ (১৫) ; ভাঙ্গিঅ (১০) ; মারিঅ (১৪) ; মোড়িঅ(১৫); লাইঅ (১১) ;

ইআ/ইয়া

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : উইআ (৪৪) ; চলিআ (১৯) ; ফরিআ (৩৩) ;

অসমাপিকা

উছলিয়া (১৯) ; করিয়া (১২) ; করিআ (৩৪) ; গুণিয়া (১২,১৭) ; টলিআ (৩৫,৪৩) ; তোড়িআ (১২, ১২) ; দলিআ (৩৩) ; দিআ (৫০) ; দেখিআ (৩) ; পড়িআঁ (৪৫) ; পসিআ (৩৫) ; বহিয়া (৩) বিবাহিআ (১৯) ; ভইআ (৪১) ; ভণিআ (৩৫) ; মারিআ (১১) ; মিলিআ (৪৪) ; মুনিআ (১৩) ; লইআ (২৬, ২৮, ৩৫, ৪৯, ৫০) ; মুনিআ (১৭) ;

ইই

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : গজিই (৩২) ; চমকিই (৪১) ;

অসমাপিকা ×

ইঅই

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : করিঅই (১) ; পারিঅই (২৬) ; ভাবিঅই (২৬) ; মরিঅই (১) ;

অসমাপিকা ×

ইউ

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : ঘালিউ (১২) ; চটারিউ (২৬) ; থাকিউ (৪৯, ৪৯) ; ফেটলিউ (২০) ; বাহিউ (৪৯); সারিউ (১২); লুড়িউ (৪৯);
মধ্যম পুরুষ : জাইউ (১৫) ; টালিউ (১৮) ; বিটালিউ (১৮) ;
প্রথম পুরুষ : অহারিউ (১৯, ২৬) ; উহুসিউ (২৭) ; কিউ (১১); চাপিউ (১৭) ; নিবারিউ (৩১) ; বিআপিউ (১৭) ; বিকসিউ (২৭) ; বিহরিউ (৩১) ; সংকেলিউ (১৫) ;

অসমাপিকা

তোড়িউ (৯) ; মোড়িউ (৯) ;

ইব/ব/ইবেঁ

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : করিব (৭,১০,৩৬) ; কাহিব (৪০) ; খাইব (৩৯) ; জাইব (১৪) ; দিব (১) ; ভাইব (২৯) ;
মধ্যম পুরুষ : থাকিব (৩৯) ; হোইব (৫) ; জাইবেঁ (২৩) ;
প্রথম পুরুষ : লোড়িব (২৮) ;

অসমাপিকা ×

ইল

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : অহারিল (৬) ; উভিল (৪) ; দেখিল (৩৬) ; বুঝিল (৩৫) ; বেটিল (৬) ; মিলিল (৮) ;
প্রথম পুরুষ : আইল (৩) ; চলিল (১৩) ; বিচুরিল (৪৪) ; ভইল (১১, ১৪) ; গৌলিল (২৮) ; মারিল (৫০) ;

অসমাপিকা ×

ইলা

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : আইলা (৭) ; গড়িলা (৫০) ; চড়িলা (১৪) ; পাড়িলা (২৮); ফুটিলা (৫০) ; ভইলা (৭,৭,১৫,৫০) ;

অসমাপিকা ×

ইলি / ইলী

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : উজোলি (৩০) ; ছাইলী (২৮) ; পোহাইলী (২৮) ; ফিটিলি ৫০) ;

মধ্যম পুরুষ : ভইলী (৪৯) ; মেলিলি (৮) ;

উত্তম পুরুষ : ঘেনিলি (১০) ;

অসমাপিকা ×

ইলে

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ : অছিলে (৩৭) ;

প্রথম পুরুষ : বুঝ্‌ঝিলে (৩৯) ;

অসমাপিকা

চড়্‌হিলে (৮) ; চড়িলে (৫) ; বিচরিলে (৩৩) ; ভইলে (২) ;

ইলোঁ

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : অচিছ্‌লোঁ (৩৫) ;

অসমাপিকা ×

উ

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ : এড়িএউ (১) ; ছাড়ু (৫০) ; লেউ (১) ;

প্রথম পুরুষ : পেখু (৪৬) ;

এ

সমাপিকা

উলোলে (৩৮) ; দুহিএ (৩৩) ; দে (৪,৩০) ; বক্কাবএ (২২) ; লবএ (১১) ;

অসমাপিকা

উঠে (৪৭) ; বিকরণে (৩১) ; বিহারে (৩৯) ;

এই

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : লেই (১৪) ;
প্রথম পুরুষ : করেই (১৪) ; কহেই (২৮) ;

অসমাপিকা ×

এউ

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : বুলথেউ ;

অসমাপিকা ×

এল

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : জিতেল (১২) ;
প্রথম পুরুষ : দেল (৩) ; পইঠেল (৩) ; বিআএল (৩৩) ; ভাগেল (৩৯) ; মএল (২৩) ; মাতেল (১৬) ;

অসমাপিকা ×

এলা / এলি / লী

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : কএলা (৩৫) ;
মধ্যম পুরুষ : বধেলি (২৩) ; লেলী (৪৯) ;
প্রথম পুরুষ : উএলা (৫০) ; কএলা (৫০) ; পাকেলা (৫০) ; ফিটেলি (৫০) ; মাতেলা (৫০) ; রুন্ধেলা (৭) ; লাগেলী (১৬, ১৭, ২৮, ৪৭) ;

অসমাপিকা

দিধলী (৫০) ;

ও / ওই

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : থোই (৮) ;

মধ্যম পুরুষ : হোই (১৫, ১৫) ;

প্রথম পুরুষ : পইঠো (১) ; হোই (৩, ১৭, ২২, ২৯, ৩৭, ৪২, ৪৬) ; ছোই (১০, ১০) ;

অসমাপিকা ×

ড়

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ : গাইড় (২) ; সমাইড় (২)

অসমাপিকা ×

ত / তি / তু / ত্ত / থি

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ : পুচ্ছতু (৫, ৪১) ; বাহতু (৮, ৮, ১৪, ১৪) ;

প্রথম পুরুষ : কিঅত (১৭) ; ভনতি (২২) ; উইত্তা (৩০) ; রত্তো (১৯) ; ভনথি (২০) ; বোলথি (২৬) ;

অসমাপিকা

তরিত্তা (১৩) ;

ন্তি

সমাপিকা

গান্তি (১৭) ; নাচন্তি (১৭) ; বিলসন্তি (৫০) ; ভনন্তি (৩, ১৬, ৩৯) ; ভমন্তি (২২) ; হোন্তি (২২) ;

অসমাপিকা ×

ন্তে

সমাপিকা

প্রথম পুরুষ :　অচছ্ন্তে (৪২, ৪২) ; জাগন্তে (৫০) ; পইসন্তে (২৮) ;

অসমাপিকা

চাহন্তে (৩১, ৩১,৪৪) ; জাঅন্তে (১৫) ; জান্তে (১৫) ; পইসন্তে (২৩) ; পড়ন্তে (১৪) ; বিআরন্তে (২০) ; বুড়ন্তে (৮) ; সুনন্তে (৩০) ;

ম / মি

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ :　অচছ্ম (২৯) ; চাহাম (২০) ; জানমি (৩১, ৪৯) ; জীবমি (৪) ; পীবমি (৪) ; পুছমি (৫) ; পেখমি (৩৫) ; মারমি (১০) ; লেমি (১০) ;

অসমাপিকা　×

স / সি

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ :　দিস (২৯) ;
মধ্যম পুরুষ :　অচছ্সি (৪১) ; আইলেঁসি (৪৪) ; আইসসি (১০) ; গিলেসি (৩৯) ; জাসি (১০) ; নিলেসি (৩৯) ; পুচ্ছসি (১৫) ; বাসসি (১৫) ; বুঝসি (১৫, ৪১) ; মাদেসি (১২) ; মারিহসি (২৩) ; হইলেসি (২০) ; হোহিসি (২৩) ;

অসমাপিকা　×

হ / হি / হী

সমাপিকা

মধ্যম পুরুষ :　করহ (২১) ; ছেবহ (৪৫) ; জাহ (১০) ; ভূলহ (১৫) ; জাহী (৫) ; বাহী (৫) ; হোহি (৪২) ; হোহী (৫) ;

হু / হুঁ

সমাপিকা

উত্তম পুরুষ : অচছুহু (৬,৪৪) ; খেলহুঁ (১২) ; দেহুঁ (১২) ; বিহরহুঁ (৩৯) ; লেহুঁ (১২) ; সিঞ্চহু (৪৭) ;

অসমাপিকা ×

কে / বা

সমাপিকা ×

অসমাপিকা

বাহবকে (৮) ; বাহবা (১৪) ;

উপর্যুক্ত তালিকার ভিত্তিতে উল্লেখ করা যায় যে, সমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য বা ব্যবহার অসমাপিকার তুলনায় অনেক বেশী। যেখানে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপের সংখ্যা হচেছ্ প্রায় ৩৭ টি সেখানে অসমাপিকার প্রায় ১৬ টি। তবে অনেক রূপ আছে যা সমাপিকা অসমাপিকা নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং মোট রূপের সংখ্যা হচেছ্ ৪৮ টি ; সমাপিকা ও অসমাপিকা রূপগুলি মোটামুটিভাবে অ, অঅ, অই, অউ, আ, আঅ, আই, ই, ইঅ, ইআ, হই, ইঅই, ইউ, ইব/ব, ইবেঁ, ইল, ইলা, ইলি / ইলী, ইলে, ইলোঁ, উ, এ, এই, এউ, এল, এলা, এলি, ও, ওই, ড়, ত, তি, তু, ত্ত / ত্তো, থি, ন্তি, ন্তে, মি, ম, স, সি, হ, হি / হী, হু / হুঁ, উই, অন, কে / বা অসমাপিকার 'অন' / কে / বা রূপ-তিনটি ছাড়া আর সব রূপই সমাপিকায় বর্তমান। উল্লেখ্য যে 'অন' রূপের সংখ্যা—২ টি কে / বা র—২ টি। অনুমান করা যায় যে যেসব রূপ সমাপিকায় ব্যবহৃত তা অসমাপিকায় বহুলভাবে প্রচলিত। পরে উদাহরণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হবে।

সমাপিকা ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের মধ্যে সবচাইতে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে 'অই' রূপটি। প্রায় ৪৪৬ টি সমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে 'অই' রূপের সংখ্যা হচেছ্ ৯৫ টি। অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'ই' রূপের প্রয়োগ সবচাইতে বেশী। মোট ১৩৩ টি অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে ৫২ টি হচেছ্ 'ই' রূপ।

সমাপিকা ক্রিয়ায় মোট ৪৪৬ টির মধ্যে প্রথম পুরুষের সংখ্যা ২৯৪। মধ্যম পুরুষের ৯১টি এবং উত্তম পুরুষ ৬১ টি। অনুমান করা যায় যে প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রথম পুরুষের ব্যবহার বেশী ছিল।

আধুনিক বাঙলায় পুরুষ ভেদে রূপের পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় একই রূপ বিভিন্ন পুরুষে ব্যবহৃত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা "ইউ" রূপটির উল্লেখ করতে পারি, যেমন—

১২ / ৬ গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।
২৭ / ১ অধরাতি ভর কমল বিকসিউ
১৮ / ৫ তুই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ

উপর্যুক্ত তিনটি বাক্যের "ঘালিউ", "বিকসিউ" ও "বিটালিউ" পদ তিনটি যথাক্রমে উত্তম, প্রথম ও মধ্যম পুরুষ নির্দেশ করছে। উল্লেখ্য যে এই রূপটি অসমাপিকাতেও বর্তমান। যেমন—'৯' নং চর্যার নিচের বাক্যটি—

এবং কর দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ

পরিশেষে বলা যায় যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তুলনায় প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে বর্তমান ও অতীত কালের ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশী। এছাড়া প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য ছিল পদ্যনির্ভর কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রায় গদ্য আশ্রিত। সুতরাং সংগতভাবেই পয়ারের সীমাবদ্ধতায় সৃষ্ট প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের যে প্রবণতা ছিল তা আধুনিক গদ্য নির্ভর সাহিত্যে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।